Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৮ এপ্রিল, ২০১৭

৪০ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১৭ এপ্রিল, ২০১৭, সোমবার, ০৩ বৈশাখ, ১৪২৪

সর্বাত্মক ধর্মঘট, কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত শিল্পে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১১ এপ্রিল : 'স্ট্যাটেজিক সেল'-এর আড়ালে কেন্দ্রীয় সরকারের 'নবরত্ন' মর্যাদাপ্রাপ্ত ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সেইল-এর বিশেষ ইস্পাত প্রস্তুতকারি সংস্থা দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট, তামিলনাড়ুর সালেম ও কর্ণাটকের ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানাকে বেসরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে, আজ অ্যালয় স্টিলগুলির কারখানায় সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটের সমর্থনে সেইলের ইন্টিগ্রেটেড বৃহৎ কারখানা দুর্গাপুর ইস্পাত সহ বার্ণপুরে ইস্কো, ভিলাই, বোকারো, বোলানি- কিরিবুরু-মেঘতাবুরুর মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে খনিগুলি সহ বিভিন্ন দপ্তরে ২ ঘন্টার বিক্ষোভ-কর্মবিরতি পালিত হয়েছে। বি এম এস বাদে সব কটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও তৃণমূল কংগ্রেসের মতো স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া অন্য সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং সেইলের শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিল। ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-কর্মবিরতি সফল করার জন্য স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সি.আই.টি.ইউ.)-এর পক্ষে পি. কে দাস ইস্পাত শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত লড়াই জারি থাকবে। অভিনন্দন জানিয়েছেন সি.আই.টি.ইউ-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক তপন সেন।

আজ দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে সব রকমের ভয়-ভীতি-হুমকিকে উপেক্ষা

—এরপর চারের পাতায়

বামপন্থী কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের আহ্বানে আগামী ২২ মে নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতি চলেছে বর্ধমানের গ্রামে-গঞ্জে।

পথনাটিকা দিবস উদ্‌যাপিত হল বর্ধমানে

শহিদ সফদার হাসমি স্মরণে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ এপ্রিল : সফদার হাসমি দিবস পালিত হল বর্ধমানে। দিনটি জাতীয় পথনাটক দিবস হিসাবে এদিন উদ্‌যাপন করলেন বর্ধমানের ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ, জনবাদী লেখক সংঘ ও মঙ্গল চৌধুরী নাট্য চর্চা কেন্দ্র। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় কর্জন গেটে হাসমি অনুরাগী মানুষ ও শিল্পীদের উপস্থিতিতে সফদারের জীবন ও তাঁর শিল্পকর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন খ্যাতনামা সংগীত শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, বাচিক শিল্পী আবুল হাসান প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অনেকে এবং শেষে মৃদুল সেন রচিত পথনাটক উপস্থিত সকলে উপভোগ করেন।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১৬ এপ্রিল : একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ও হুগলি রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় মেমারি মামুন ন্যাশনাল স্কুলে চক্ষু ও ছানি পরীক্ষা শিবির হয়। মোট ১৩৫ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং ৬৮ জনের ছানি ধরা পড়ে। এই রোগীদের এক মাসের মধ্যে হুগলি রোটারি আই হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনা খরচে অপারেশন করানো হবে বলে জানানো হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন বিধায়িকা, মেমারি থানার ওসি, স্থানীয় কাউন্সিলার।

খুনের কিনারা হল কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ এপ্রিল : মাত্র আট দিনের মধ্যেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে খুন করার কিনারা করল কালনা থানার পুলিশ। এই ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এক অভিযুক্ত জামিল কুরেসিকে নিভুজিবাজার এলাকা থেকে ১১ এপ্রিল রাত্রে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তকারী অফিসার দ্বিগবিজয় নন্দী ধৃতকে এদিন কালনা আদালতে হাজির করে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত এসজিএম বিচারপতি দেবাশীস বর্মন ১৪ দিনেরই পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। চলতি এপ্রিল মাসের ৩ তারিখে সকালে কালনার কল্যাণপুরের কৃষি জমি থেকে এক যুবকের গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত মহসিন শেখের বাড়ি হুগলি জেলার বলাগড় থানার ঘোষপুকুর গ্রামে। পুলিশ তদন্ত শুরু করে জানতে পারে মৃত যুবক অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই খুন তার সঙ্গীরাই করে থাকতে পারে। শেষে নিভুজিবাজার এলাকা থেকে জামিল কুরেশিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালত চত্বরে কুরেশি বলে, ওই রাত্রে মহসিন সেখ সহ আমরা পাঁচ জন হাজির হয়েছিলাম। নিজেদের মধ্যে কলহে জড়িয়ে পড়ি। প্রথমে মুখে মুখে, তারপর হাতাহাতি। শেষে গুলি চলে। তাতেই মৃত্যু হয় মহসিন সেখের।

আম্বেদকর জন্মদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ এপ্রিল, বর্ধমান : জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণের বিভেদ দূর করতে ১৪ এপ্রিল বর্ধমান শহরে বিজয়তোরণের সামনে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ভারতরত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকরের জন্মদিবস। পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায়মঞ্চ, আদিবাসী অধিকার মঞ্চ ও বস্তি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন অরিন্দম মৌলিক ও জগন্নাথ রায়, কবিতা আবৃত্তি করেন আবুল হাসান ও সত্যজিৎ ভট্টাচার্য, সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাজল রায়, মালতী হেমব্রম, সভাপতিত্ব করেন সরস্বতী মুর্মু।

মহিলাকে বাড়ি ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ এপ্রিল : দশ দিন আগে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এক মহিলাকে নিজের বাড়ি ফেরাল মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। লক্ষ্মী বাগ (৫১)-এর বাড়ি কালনা থানার সুলতানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রসুলপুর গ্রামে।

হুগলির পাণ্ডুয়ায় বোনের বাড়ি যাচ্ছি বলে লক্ষ্মী বাগ নিখোঁজ হয়। তিন দিন আগে মন্তেশ্বর থানার সিংহালি গ্রামের শ্মশানে ওই মহিলাকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। তারা সেবা-শ্রুশ্রূষার মাধ্যমে মহিলার জ্ঞান ফেরাতে সক্ষম হন। কিন্তু মহিলা নিজের পরিচয় বা ঠিকানা বলতে পারেনি। ঘটনাটি পুলিশকে জানিয়ে গ্রামবাসীরা তাঁকে গ্রামেই আশ্রয় দেয়। মন্তেশ্বর থানার পুলিশ খোঁজ খবর নিয়ে মহিলার পরিচয় ও ঠিকানা পেয়ে তাঁর নিকট আত্মীয়দের খবর দেয়। তারা সেখানে উপস্থিত হলে থানা থেকে মহিলাকে তার আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জৈব সার উৎপাদন ও তার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নের চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ এপ্রিল : ফসলের উৎপাদন বাড়িয়েও কৃষকের লাভ হচ্ছে না। ঋণের বোঝায় কোনো কোনো কৃষক আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন। এ চিত্র সারা দেশ জুড়ে। কিন্তু তার মধ্যেই কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রগতিশীল কৃষক গঙ্গা সাঁতরা। পূর্বস্থলী-১ ব্লকের চণ্ডীপুরের এই কৃষকের দাবি আমাদের কেউ বাঁচাতে আসবে না। আমাদের নিজে নিজেই বাঁচতে হবে। সেই বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে নিজে জৈব সার উৎপাদন ও তা ব্যবহার করে ফসল ফলানো। এর মধ্যেই নিহিত আছে কৃষি ও কৃষকের বাঁচার জিয়নকাঠি।

গঙ্গা সাঁতরা নিজে ঠিকা জমি নিয়ে বছরে মোট ৪৫ বিঘা জমি চাষ করেন। তিনি বছরের ৩৬৫ দিনই কাজ দেন ২০ জন ক্ষেতমজুরকে। এছাড়াও বিভিন্ন ফসল মরশুমে বাড়তি শ্রমিককেও কাজ দেন। তিনি আদর্শগতভাবে বাম ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। বামফ্রন্ট সরকার ঘোষিত চিরাচরিত ফসলের সাথে বিকল্প ফসলের চাষ শুরু করেন। বর্তমানে বিকল্প ফসল হিসাবে পেয়ারা, কুল, পেঁপে চাষ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তিনি সব চাষটাই জৈব সারে করেন। যা তিনি নিজের বাড়িতে সহজেই তৈরি করে নেন।

গঙ্গাবাবুর দাবি সব কৃষকই জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার করলে চাষের উৎপাদন ব্যয় অনেকটাই কমে যাবে। কারণ জৈব সারের সমস্ত কাঁচামাল কৃষকের নাগালেই রয়েছে। জৈব সারে শুধু উৎপাদন ব্যয়ই কমে না, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হয়। সার, বীজ প্রভৃতিতে স্বয়ম্ভর হতে না পারলে বহুজাতিক সংস্থাগুলির শোষণ কমবে না। কারণ তাদের উৎপাদিত উপকরণের দাম তারাই ঠিক করে। কিন্তু কৃষকের উৎপাদিত ফসলের মূল্য ঠিক করে বাজার। কৃষক কেবল শোষণের শিকার। এই শোষণমুক্তির একমাত্র উপায় হল সার ও বীজে স্বয়ম্ভর হওয়া। গঙ্গাবাবুর দাবি জৈব সার প্রয়োগে কেবল জমির উর্বরতাই বৃদ্ধি করে না, পাশাপাশি ফসলে রোগ পোকাও কম লাগে। যা উৎপাদন ব্যয় কমাতে সহায়ক হয়ে ওঠে। জৈব সার

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৭ এপ্রিল, ২০১৭

লক্ষ হিন্দুরাজ্য

এবার চাই 'বিরোধীশূন্য' ভারত। পঞ্চায়েত থেকে দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা দখল করতে হবে। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরে পুজো দিয়ে আহ্বান বিজেপির। স্বর্ণযুগ এখনও আসেনি। 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সব রাজ্যের নীচুতলা থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দখল চাই, সেটাই হবে বিজেপির স্বর্ণযুগ। পূর্ব দিগন্তে আসাম গেরুয়া হয়েছে। বাকি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা। পকেটে আছে ১৩টি রাজ্য। এতেই হবে না। চাই সব। এ রাজ্যের মানুষের কাছে অবশ্য হুমকি প্রথম নয়, ছ'বছর ধরে এই হুমকি দৈনন্দিন জল-ভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আক্রান্ত গণতন্ত্র, আক্রান্ত ধর্মনিরপেক্ষতা, রাম-রহিম দুজনেরই ঘরে ভাত বাড়ন্ত। অথচ রাস্তায় অস্ত্র হাতে মা বোন শিশুদের মিছিল, যুবদের মিছিল। অস্ত্র হাতে যে-কোনো মিছিল—পুলিশ নির্বিকার দর্শক। রাজ্যে বিজেপির উত্থান চলেছে। মা-মাটি-মানুষের পরিবেশে এই সৃজন রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে গুরুতর বিপদ নামিয়ে আনছে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে আগ্রাসী হয়ে ঘৃণা ছড়ানোর রাজনীতিতে মেতেছে বিজেপি। চলছে শিক্ষা ব্যবস্থার গেরুয়াকরণ। যজ্ঞে ঘি ঢালছে মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূলী সরকার। আর এর বিরোধিতায় লালঝাণ্ডা হাতে হাজারে হাজারে মানুষ পথে নেমেছেন রাজ্য জুড়ে। সঙ্ঘের অস্ত্র সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুটি-রুজির দাবিতে মিছিল হচ্ছে, শান্তির জন্য মিছিল হচ্ছে, যূথবদ্ধতার জন্যও মিছিল হচ্ছে—এই মিছিলই রুখবে দাঙ্গাবাজদের। তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে না সরিয়ে এই পরিবেশকে পরিবর্তন কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রয়াত সুব্রত বিশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল : প্রবীণ সিপিআই(এম) দরদী সুব্রত বিশ্বাস (৭১) প্রয়াত হলেন। তিনি হৃদযন্ত্রে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মাস দেড়েক আগে তাঁর রোগ ধরা পড়ে। কর্মসূত্রে তিনি এম.এ.এম.সি-র ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ৯০-এর শেষের দিকে স্বেচ্ছাবসর নেন। বর্ধমানের বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। চিলড্রেনস্ কালচারাল সেন্টার, দিশারী ঠিকা সমবায় সংস্থা, সাইবার রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সংকল্প পিপল্‌স ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সংস্থার উন্নয়নকল্পে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি ১৯৮৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বর্ধমান ৩ নং লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন। অসুস্থতার জন্য পার্টি সদস্যপদ আর নবীকরণ করেননি। ১৫ এপ্রিল রাত্রে তাঁর প্রয়াত হওয়ায় সংবাদে নেতৃবৃন্দ বাড়িতে যান এবং শ্রদ্ধা জানান। আজ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বাম গণতান্ত্রিক প্রার্থীরা জয়ী কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ এপ্রিল : কালনা শহরের সত্যময় পাঠাগারের পরিচালন কমিটির নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক প্রার্থীরা জয় পেলেন। বিজয়ীরা হলেন—আশুতোষ পাল, অলোক রায়, অভিজিৎ ব্যানার্জী, মৈনাক চক্রবর্তী, শুভাশীষ সরকার, দীপক দত্ত, জয় নিয়োগী এবং রঘুনাথ গোপ। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ১১ এপ্রিল। একমাত্র বাম গণতান্ত্রিক প্রার্থীরা ছাড়া আর কেউ মনোয়নপত্র জমা দেয়নি। মনোনয়ন কেন জমা পড়ল না? এর উত্তরে নাম প্রকাশে এক পাঠাগার কর্মী বলেন, কে জেনে শুনে গো-হারা হারতে চায় বলুন? এই নির্বাচনে একমাত্র বাম গণতান্ত্রিক প্রার্থীদের ছাড়া অন্যদের জামানত জব্দ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। তা গোটা কালনা শহর জানে। তাই কেউ জেনেশুনে বলি হতে চাননি।

এক ডজন প্রশ্ন

১. রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে নেপাল দেশে প্রথম নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়? কত শতাংশ ভোট পড়ে?
২. আলিবাবা ও ৪০ চোর নাটক কে লেখেন? কবে তাঁর জন্ম কোথায় হয়?
৩. প্রখ্যাত ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা কবে ৪০০ রান করে বিশ্বরেকর্ড করেন?
৪. প্রখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীস-এর কোথায় কবে জন্ম?
৫. 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' কবে কার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়? কতজনের মৃত্যু হয়? আহত কতজন?
৬. সৌরমণ্ডলে প্লুটো কবে আবিষ্কৃত হয়? কে করেন?
৭. বিপ্লবী শহিদ কানাইলাল দত্তকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কবে মরণোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে? বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত কবে জন্মান? কবে শহিদ হন?
৮. আজাদহিন্দ ফৌজ কার নেতৃত্বে কবে মণিপুরের থৈরঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন? কত সৈন্য ছিল?
৯. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সন্দেশ' পত্রিকা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?
১০. সুভাষচন্দ্র বসু কবে কলকাতা পৌরসভার মেয়র পদ ত্যাগ করেন? এবং কাকে উক্ত পদে বসান?
১১. প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এবং অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের আসল নাম কি ছিল? তিনি কোথায় কবে জন্মান?
১২. শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে 'বিশ্বভারতী'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

তিস্তা চুক্তির বিরোধিতাকারীরা কার্যত স্বাধীন বাংলাদেশকে চ্যালেঞ্জ করছেন

গৌতম রায়

তিস্তার জল বাংলাদেশের সঙ্গে কিভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা হবে তা নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের রাজনীতিই বেশ কয়েক বছর ধরে সরগরম হয়ে আছে। তিস্তা নদীর উৎপত্তি সিকিমের পাহুনরি হিমবাহ থেকে। তিস্তা পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার আগেই সিকিমে এই নদীর উপর বেশ কয়েকটি হাইড্রোইলেকট্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। সিকিমেই এ রকম একাধিক কেন্দ্রের দরুণ তিস্তার জলের একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশই করতে পারে না। উত্তরবঙ্গে তিস্তা ব্যারেজ ধ্বংস করে তিস্তাকে যিনি বা যাঁরা পুরানো অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার পাগলামোসূচক দাবি জানাচ্ছেন, তাঁদের দাবির ভিতরে সিকিমে তিস্তার উপরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা হাইড্রো ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি একটিবারও উচ্চারিত হচ্ছে না। এ ধরনের একপেশে প্রচারের ভিতর দিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষদের প্রতি একটি সহানুভূতির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে। এটা হচ্ছে উত্তর বনাম দক্ষিণ লড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা যা অচিরে বাংলাদেশের মানুষ, তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যেহেতু মুসলমান, তাই প্রকারান্তে হিন্দু মুসলমানের বিরোধে পর্যবসিত হবে কিনা—সেই আশঙ্কা বর্তমান ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের যুগে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

তিস্তা চুক্তি নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক টানাপোড়েন হলেও বাংলাদেশ ঠিক কতো পরিমাণ জলের দাবি জানিয়েছে, সেই খবর আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি। প্রথমই জানা দরকার বাংলাদেশের চাহিদার কথাটি। তারপর বোঝা যাবে সেই পরিমাণ জল দিলে আমাদের উত্তরবঙ্গের ক্ষতি হবে কি না। দ্বিতীয় বিষয় হল, তিস্তা নদীটির উৎপত্তি ভারতে হলেও সেটি বাংলাদেশের ভিতর দিয়েও প্রবাহিত, অতএব এটি একটি স্বীকৃত আন্তর্জাতিক নদী। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক নদীর জল কোনো একটি দেশ গায়ের জোরে আটকে রাখতে পারে না। নয়ের দশকে গঙ্গা জল চুক্তির সময়ে এই আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এখন যদি তিস্তার প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়, তাহলে তা আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে ভারতেরই মাথা হেঁট করবে।

এমব্যাঙ্কমেট বা তটবন্ধনী দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ আর ওভারফ্লোর ইরিগেশন যে এক নয় সেটা বোঝা বিশেষভাবে জরুরি। যে পদ্ধতিতে ইউরাপে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, সেই পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ ভারতের ভূতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের জন্যেই আদৌ উপযোগী নয়। উইলিয়াম উইলক্সের ভাবনার সঙ্গে কপিল ভট্টাচার্য, সুনীল মুন্সীদের ভাবনার মৌলিক ফারাকের পিছনে যে বিজ্ঞান রয়েছে, সেটা অনুধাবন না করে যেমন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করলেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ থেকে সেচ—কোনো সমস্যারই সমাধান ঘটবে না, তেমনিই ব্যারেজ ভেঙে নদীর পুরানো স্রোতে ফিরিয়ে দাও বললেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না।

নদী নির্ভর সেচের জায়গায় বিকল্প সেচের ভাবনাকে সবথেকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে সবথেকে জরুরি ক্ষুদ্র সেচের বিষয়টি। যথেচ্ছ ভৌম জল তোলাই উত্তরবঙ্গে সবথেকে বড়ো সেচের সঙ্কট ডেকে আনছে। জল ধরে রেখে সেচের যে পরিকাঠামো আধুনিক গবেষণাতে উঠে আসছে, তিস্তার ক্ষেত্রে তা আজও নেই। আজও আমাদের কতটা জল বৃষ্টির পর বাষ্পীভূত হয় এবং সে থেকে কতটা জল আবার নদীতে ফিরে আসে, কতটাই বা ভৌম জলকে সমৃদ্ধ করে—ভূবিজ্ঞানের এই আধুনিক গবেষণার কোনো তথ্যপঞ্জী নেই তিস্তার প্রেক্ষিতে। কেন পুকুর, জামপোই, ডাং, হাপা ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের নিজস্ব সেচের জল সংরক্ষণের পদ্ধতি, সেগুলি আজ অবলুপ্ত। সেগুলিকে বাঁচালে উত্তরবঙ্গের সেচ বাঁচানো যাবে। তিস্তার যে জল বাংলাদেশ দাবি করছে তা ন্যায়সঙ্গত। তাঁদের জল দিয়ে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখা যাবে। আর তিস্তা ব্যারেজ? প্রথম তো লালমণিরহাটে তিস্তার উপর বাঁধ দেয় বাংলাদেশ। এই পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছিলেন জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৭৯ সালে। শেষ হয় সেখ হাসিনার প্রথম দফার শাসনকালে ১৯৯৭-৯৮-তে। যে ব্রাহ্মসমাজী পিউরিটান বুদ্ধিজীবীকূল তিস্তা ব্যারেজ ভাঙার দাবি করছেন, তিনি যাবেন তো মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা ব্যারেজ ভাঙার মতো বাংলাদেশের লালমণিরহাটে তিস্তার ব্যারেজ ভাঙতে?

ভারতীয় উপমহাদেশে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় বাংলাদেশের একটি বিশেষ রকমের গুরুত্ব আছে। ভারত ও পাকিস্তান—এই দুটি দেশেরই রাষ্ট্র ক্ষমতাতে হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদী শক্তি রয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি। এই শক্তিকে বাংলাদেশ থেকে হটাতে আন্তর্জাতিক স্তরে চক্রান্ত চলছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখ হাসিনাকে হত্যার নানা নোংরা ষড়যন্ত্র চলছে। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। উগ্র ভারত বিরোধিতার নাম করে উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা সেখানে রোজই বিষাক্ত নখদন্ত বের করছে। যুদ্ধপরাধীদের বিচারের পর তাদের শাস্তি কার্যকর হওয়ার পর পাক ষড়যন্ত্র আরো তীব্র হয়েছে বাংলাদেশের উপর। যে-কোনো মূল্যেই আন্তর্জাতিক স্তরের সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শক্তি গলা টিপে মারতে চায় বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে।

তাই তিস্তা চুক্তি রূপায়িত না হওয়াকে কেন্দ্র করে সেদেশে ভারত-বিরোধী মানসিকতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটাতে চেষ্টার কসুর করছে না মৌলবাদীরা। তারা এভাবেই টার্গেট করতে চায় গণতন্ত্রের মানসকন্যা সেখ হাসিনাকে। ভারতে যারা উত্তরবঙ্গের ক্ষতির একটা অলীক স্বপ্ন সামনে রেখে তিস্তা চুক্তিতে বাধা দিচ্ছে, সেটা রাজনৈতিক বা বৌদ্ধিক—যেই শক্তিই হোক না কেন, তারা প্রকারান্তে মদত দিচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বিরোধী শক্তিকেই। মদত দিচ্ছে পাকিস্তানের যাবতীয় নোংরা ষড়যন্ত্রকে। উত্তরবঙ্গকে বাঁচাতে বিকল্প সেচের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পথগুলির কথা কেন তাঁরা চেপে যাচ্ছেন মানুষের কাছ থেকে?

ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে মানুষদের কাছে আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিস্তার জল থেকে বাংলাদেশের নায্য হিস্যাকে বঞ্চিত করে এইসব লোকেরা মানুষকে বাংলাদেশ বিরোধী করে তুলছেন, যা অচিরেই পরিণতি পাবে মুসলিম বিরেধিতায় এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদে। তিস্তার জল না দিয়ে তোর্সার সহ অন্য নদীগুলির জল দেওয়ার যে উদ্ভুতুরে প্রস্তাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি দিয়েছেন তা তাঁর স্তাবক সংবাদমাধ্যমের ঢপকীর্তনে সহায়তা করতে পারে তবে, সেই প্রস্তাবের সঙ্গে বাস্তবের আদৌ সংযোগ নেই।

চিঠিপত্র

মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

মদ খাওয়া ক্ষতিকারক

মদ খাওয়া সর্বদাই ক্ষতিকারক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসার কারণে ডাক্তারদের নির্দেশে পান হয়তো। মদ খাওয়ার ফলে আমাদের দেশে যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি হয়, তার কিছুটা আভাষ পেলেও সত্যিই তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। মদ খাওয়ার বদঅভ্যাসের জন্য অনেক সংসার তছনছ হচ্ছে গ্রাম শহরে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, মদ খাওয়ার প্রবণতা উত্তরোত্তর বাড়ছে। সংবাদে প্রকাশ মেদিনীপুরের এক প্রাথমিক শিক্ষক মদ খেয়ে পড়ে আছেন। দৃশ্যটি অভিনব হলেও মদ খেয়ে ক্লাসে আসা মাস্টারের সংখ্যা নেহাত কম নেই। এসব দেখাদেখি ছাত্র তো বটেই ছাত্রীদের স্কুলব্যাগেও মদ পাওয়া যাচ্ছে। নিছক কিশোরবেলার কৌতূহল নিবৃত্তি নয়—ভয়ঙ্কর নেশা।

সমগ্র যৌবন আজ নেশাগ্রস্ত। প্রতিদিন খবরে অসংখ্য কিশোর-তরুণ-যুবার মদ খাওয়ায় রাস্তাঘাটে কিশোরীদের নিরাপত্তা কমছে। প্রায় প্রতিদিনই নানান নৃশংস ঘটনা ঘটছে। মদ তার অন্যতম কারণ। যারা মদ খায়, তাদের যুক্তি হতাশা কাটাতে মদ খেতে হয়।

মদ খেলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা- দুশ্চিন্তা কমে? বরং মদ খাওয়ার ফলে গার্হস্থ্য হিংসা বাড়ে। ডাক্তাররা বলেন, লিভার সিরোসিসের অন্যতম কারণ মদ। মদ খেয়ে গাড়ি চালানোয় শত শত দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষ মরছে। মদ খাওয়ার জন্য গরিবের সংসার নষ্ট হয়েছে।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে আদিবাসী বাড়ির ছেলেরা মদ কম খাচ্ছে। তুলনায় তথাকথিত ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বেশি মদ খাচ্ছে। যাদের বাবা-দাদুরা মদ ছোঁয়নি তারাও মদে ডুবে থাকছে। বিভিন্ন পুজোর বিসর্জনে গ্রামাঞ্চলের মহিলারাও মদ খেয়ে শোভাযাত্রায় রীতিমতো নাচছেন। আগে এসব ছিল না। বর্তমানে এসব প্রবণতা বাড়ছে। সরকার মদ বিক্রি থেকে যে রাজস্ব পায়, বিহার সরকার দেখিয়েছে, তার চেয়ে রাজ্যের মেয়েদের সঞ্চয় বেশি বাড়ছে! তাহলে? সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র যদি কঠোর হয় তো সত্যি কাজের কাজ হয়। কিন্তু তা তো আর হয় না!

এই পত্র লেখার সময় জানা গেল, আমাদের কেতুগ্রাম থানা এলাকায় এমনকি গুড়-বিক্রেতাদেরও সচেতন করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। আসন্ন গাজনে যাতে গ্রামের মানুষ গুড় পচিয়ে চোলাই মদ তৈরি করতে না পারে তার আগাম ব্যবস্থা! ভালো তো! এই ব্যবস্থা সারা বছর জারি থাকুক!

তপোময় ঘোষ
শিবলুন, কাটোয়া, বর্ধমান

দেশ ও সমাজ

খাজনা মুকুব মুখ্যমন্ত্রীর আর একটি রাজনৈতিক চমক

কিশোর মাকর

পঞ্চায়েত ভোট শিয়রে, কৃষকের মন পেতে জমির খাজনা মুকুব। যদিও এই মুকুবে কৃষকের কোনো মুক্তি ঘটবে না। কেন না ফসলের দাম না পেয়ে ফি বছরে ঋণের ফাঁদে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে যাচ্ছেন চাষি। তা থেকে মুক্তি পেতে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। সেক্ষেত্রে ঋণ মুকুব অথবা সরকারি দামে ফসল কিনে ফসলের দাম বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করলে চাষির লাভ। সেপথে সরকার না হেঁটে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপেক্ষা রাজনৈতিক চালাকি দিয়ে কৃষকের মন পাওয়ার চেষ্টা করছে।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঘোষণা করেছেন—'এবার থেকে সিলিংয়ের বাইরে যাঁরা আছেন, সেই কৃষকদের আর খাজনা দিতে হবে না।" যেখান থেকে সরকারের রেভেন্যু শূন্য। কেননা ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস সরকারের অভিশপ্ত লেভি আদায় এবং খাজনা মুকুব চাষির কাছে স্বস্তি ফিরে আসে বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষণায়। সেই সময় সেচ এলাকায় ৪ একর এবং অসেচ এলাকায় ৬ একর জমির খাজনা মুকুব হয়। বামফ্রন্ট সরকার এসেই বড় জোতের মালিকের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত জমি সংগ্রহ করে গরিব চাষির মধ্যে বিলিয়ে দেয়। পরিবার ভাগ হওয়ার কারণে ছোট জোতের মালিকের সংখ্যা বেশি। ফলে বামফ্রন্টের খাজনা মুকুবের তালিকায় বেশি সংখ্যক চাষি এসে যায়। মা-মাটি-মানুষের সরকারের খাজনা মুকুবের সুবিধা ঘোষণা কয়েকজন হাতে গোনা বর্তমানে বৃহৎ জোতের মালিকই পাবে। মূলত যাঁরা বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার নীতির বিরোধিতা করে মামলা করেছিল, তাঁদেরই খাজনা মুকুব করলেন মমতা ব্যানার্জী।

সম্প্রতি সরকারি আদেশনামায় এক ধাক্কায় জমির মিউটেশন ফি, কনভারশন ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে মুখ্যমন্ত্রী যখন কোন ঘোষণা করেন তখন মিডিয়া ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে। কিন্তু যে নির্দেশ আমজনতার বিরুদ্ধে যাবে সে বিষয়টি চেপে যায়। এখন জমির মিউটেশন ফি বিঘা প্রতি ৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৬০০ টাকা করা হয়েছে। অকৃষি ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে জমি হাঙর ছাড়া আর কারও সাধ্যের মধ্যে রইল না জমি কেনাবেচা বিষটি।

কৃষক দরদী সাজতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রতি ব্লকে বীজখামারগুলিতে কৃষি মান্ডি তৈরি করা হয়েছে। মাটি উৎসবের নাম করেও কোটি কোটি টাকার মোচ্ছব হচ্ছে। কিন্তু মাটির কাছাকাছি যে হতভাগ্য কৃষকেরা থাকেন তাদের চাষ ক্রমশ অলাভজনক হচ্ছে। কোনো কৃষক পরিবার আজ শুধুমাত্র কৃষিতেই নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। এর অর্থ এই নয় যে তারা শিল্পকাজে নিযুক্ত হতে সক্ষম হচ্ছে। তাদের স্বল্প মজুরিতে ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে পাড়ি দিতে হচ্ছে। কৃষির এই হালে সব থেকে কঠিন সংকটে পাট্টাদার এবং ভাগচাষি। জেলার ১১০ জন আত্মহত্যার পরিসংখ্যান সেকথাই বলছে। সারা ভারতে আমাদের রাজ্যে চাষ থেকে চাষির আয় অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক কম। এমনকি এখানকার কৃষিজীবী মানুষের মাসিক আয় অপেক্ষা মাসিক খরচ অনেক বেশি। এন.এস.এস.এ.-র (ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেনশন) ৭০তম রাউন্ডের হিসেব থেকে তা মোটামুটি পরিষ্কার আমাদের রাজ্যে চাষির অবস্থা কেন? তা একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

যে রাজ্যগুলিতে মাসিক আয়ের চেয়ে খরচ বেশি—

রাজ্য	শ্রম থেকে আয়	চাষ থেকে আয়	পশুপালন থেকে আয়	ব্যবসা থেকে আয়	মোট আয়	মোট খরচ
পশ্চিমবঙ্গ	২১২৬	৯৭৯	২২৫	৬৫০	৩৯৮০	৫৮৮৮
উত্তরপ্রদেশ	১১৫০	২৮৫৫	৫৪৩	৩৭৬	৪৯২৩	৬২৩০
উত্তরাখণ্ড	১০৬৮	২৫৩১	৮৪৮	২৫৩	৪৭০১	৫৭৮৪
রাজস্থান	২৫৩৪	৩১৩৮	৯৬৭	৭১০	৭৩৫০	৭৫২১
ওড়িশা	১৭১৬	১৪০৭	১৩১৪	৫৩৯	৪৯৭৬	৪৩০৭
বিহার	১৩২৩	১৭১৫	২৭৯	২৪০	৩৫৫৮	৫৪৮৫

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জোতের এলাকা ৮০.৭১শতাংশ যেখানে মোট জোতের সংখ্যা ৯৫.৭১ শতাংশ। এর ওপর চাষি তাঁর উৎপাদিত ফসলের দাম পাচ্ছে না। চাষি তাঁর ফসলের দাম নিজে ঠিক করতে পারে না। ঠিক হয় কেন্দ্র নির্ধারিত ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য এবং বাজারের মাধ্যমে। আবার সংগ্রহের ধরনের কারণেই মূলত ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাদাররা ফসলের দাম মোটেই পায় না। সরকার ন্যূনতম সংগ্রহমূল্যে সংগ্রহ করে অনেক দেরিতে। ততদিনে ধার, কর্জ করে উৎপাদিত ফসলকে ওঠার সময়ই বিক্রি করে দিতে হয়। এই সময় বাজারে যোগান বেশি থাকায় দাম অনেকটাই নেমে যায় সরকার নির্ধারিত মূল্যের থেকে। এবারে যেটা ধান ও আলু চাষিদের চরম সংকটে ফেলেছে। সরকারও নেমেছে অনেক দেরিতে। ফলে সেই গ্রামীণ ফোড়েদের হাতেই ফসল সঁপে দিতে হয় চাষিদেরকে। লাভের গুড় খেয়ে নেয় মিল মালিক, হিমঘর মালিক। বিগত বছরগুলির মতো রাজ্যের সমবায় ব্যবস্থা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং সরকারি সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে এবছরও ৫২ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না। ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারলে প্রশ্নের মুখে পড়বে বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল, রেশন ব্যবস্থা, অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প প্রভৃতি। কদিন আগেও খাদ্যমন্ত্রী ধান সংগ্রহে নিয়ম শিথিল করেও চাষিদের সাড়া পাননি। আলুর কথা ধরলেও সেই একই প্রশ্ন। সে প্রশ্নে না গিয়ে বলা যায়— কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল কৃষিনীতি এবং মা-মাটি-মানুষের সরকারের কৃষকদের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা অপেক্ষা রাজনৈতিক চালাকি কৃষককে বেশি করে বিপদে ফেলেছে। বাড়ছে আত্মহত্যা।

এই তথ্যে আমল না দিয়ে পারিবারিক বিবাদ বলে চালিয়ে দিয়ে আপাতত সরকার স্বস্তিতে থাকতে পারে। চাষি তথা সমগ্র কৃষক সমাজের সমূহ বিপদ।

কৃষি : সবুজ বিপ্লবের পরে

ড. অপূর্বরতন ঘোষ

এই পৃথিবীতে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করেছিল আজ থেকে অন্তত দশ হাজার বছর আগে নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চলে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের সাথে পরিবেশের সংঘাতের শুরু হয় সেই সময় থেকেই। মানুষ তার কৃষিজমিতে লাঙল দেওয়া শুরু করেছিল প্রায় ৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব। আমরা বর্তমানে কৃষি বা ইংরাজি শব্দ এগ্রিকালচার বলতে অনেকগুলি উৎপাদনশীল বস্তুকে একসাথে বর্ণনা করি যেমন খাদ্যশস্য থেকে আরম্ভ করে শাক-সব্জি, মাছ উৎপাদন, ফল-ফুল, ডিম, মাংস, পোলট্রি ইত্যাদি। যদিও এদের প্রত্যেকের একটি করে নিজস্ব নাম আছে যেমন Crop prody, horticulture, piscicultion, floriculture, fruiticulture, animal husbandry, poultry etc. শোনা যায় ভারতে প্রথম 'কৃষি হাট' নামে একটি উৎসব হয়েছিল কর্ণাটকের লালগড় নায়ক একটি গ্রামে—এই ব্যাপারে আরও অনেক মত ও দ্বিমত আছে। তবে এটা ঠিক যে ভারতে প্রথম কৃষি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল ১৯০৫ সালে বিহারে নাম ছিল Pusa Agricultural Research Institute, তবে Indian Council of Agricultural Institute টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে এবং ভারতের প্রথম 'রাজ্য কৃষি বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পন্তনগর ১৯৬০ সালে। বর্ধমানে ভারতে এইরকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১৮৪টি এবং রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ২৯টি। বলা যেতে পারে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বছরে অন্তত ৯০০০টি গ্র্যাজুয়েট, ৪৯০০টি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট এবং ১৫০০টি গবেষক তৈরি করে থাকে। ভারতের কৃষির অন্যতম আয় একটি দিক হলো 'কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র' স্থাপন—ভারতের প্রথম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে পণ্ডিচেরীতে। আজকে এর সংখ্যা ২৬১টি, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই আছে ২২টি।

সুতরাং ভারতে কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতির সোপানগুলি ভারতকে খুব শীঘ্রই উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তার আরও একটা নমুনা দেখা যেতে পারে, যেমন ভারতের স্বাধীনতার পরের যুগটিতে ঘটেছিল খাদ্যাভাব তখন আমাদের খাদ্যশস্য-এর মোট উৎপাদন ছিল (১৯৫০-৫১) মাত্র ৫০০ লক্ষ টন, তারপর আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসাবে চিহ্নিত হলাম সেটা অনেকটা সম্ভব হয়েছে 'সবুজ বিপ্লব'-এর মধ্য দিয়ে। ১৯৯০-৯১ সালে আমাদের খাদ্যের উৎপাদন হয়েছে ২০৩০ লক্ষ টন; ২০১০-১১ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫০০ লক্ষ টন এবং ২০২০-তে টার্গেট করা হয়েছে ৮০০০ লক্ষ টন; আগামী দিনে ভারতের উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে, খাদ্যশষ্যের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ, ফল ১৮২ শতাংশ, দুধ ২৮ শতাংশ, মাংস ৫৭ শতাংশ এবং মাছ ২৪ শতাংশ। ১৯৬৬ সাল থেকে ভারত সরকার মাছ চাষকে সরকারের অন্যতম উৎপাদনশীল বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অত্যাধুনিক ব্যবহার যেমন ১৯৯৩ সালে তৈরি হওয়া 'জিন ব্যাঙ্ক'। এই জিন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমাদের দেশে বর্তমানে ২৩০০ ধরনের উচ্চ ফলনশীল শস্য ও শস্যদানার হাইব্রিড তৈরি করতে পেরেছে। তুলোতে আমরা এখন পৃথিবীতে প্রথম উৎপাদনশীল দেশ, হাইব্রিড ধানে আমরা দ্বিতীয়, শাক-সব্জি ও বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছালিতে আমরা ৪৬০ ধরনের হাইব্রিড তৈরি করেছি। এর সঙ্গে পার্ল মিলেট (জোয়ার), স্যাকটর (রেড়ির তেল) ও পিজনমটর ইত্যাদি। আগামী ২০২০ সালে কৃষিক্ষেত্রের 'লক্ষ্য' (মিশন) হলো "দীর্ঘমেয়াদী কৃষির উন্নয়ন" পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে কৃষির উপর। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর মানুষের শ্রমদান যেটা পশ্চিমবঙ্গে সহজলভ্য। তাই আমরা আজ ধান ও আলু উৎপাদনে ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী।

রাজনীতি—সমাজ ও অন্তপুরের নায়িকারা

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট্ট এ তরী—নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিগুলো আজ অনু থেকে পরমাণুতে পরিণত হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা।

এই সমাজ সংসারে এখন সবচেয়ে বড় বিষয় কী? রাজনীতি, ঘুম থেকে চোখ মেলে রাজনীতির খবর, হাতে এক কাপ উষ্ণ চা আর কোথায় মাওবাদী তাণ্ডব, কোথাও অচল টাকা সচল করার ঝামেলা। সাধারণ মানুষদের নিয়ে কিছু রাজনৈতিক মানুষদের নিত্যদিন ছেলেখেলার গালগল্প।

রাজনীতি বিষয়ক আমার আলোচনার মূল ক্ষেত্র সংসার। সৃষ্টির আদিতে মানুষ যখন দলবদ্ধ হয়নি, তখন তৈরি হয়নি সংসার। এরপর দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মানুষ সংসার গড়তে শিখল। তৈরি হল গোষ্ঠী, তৈরি হল সমাজ। এর অর্থ আগে সংসার পরে সমাজ। সংসারের সৃষ্টি বেশ কিছু মানুষকে নিয়ে, তাদের সুখ দুঃখ, চাওয়া পাওয়া থেকেই এই সংসার রাজনীতিতে প্রথম বলি প্রদত্ত হয় বাড়ির শিশুরা এবং বৃদ্ধা বাবা-মা। কীভাবে? প্রথমে বলি শিশুটির কথা। একদিন একান্নবর্তী সংসারে শিশুগুলি ছিল সবচেয়ে সুখী আর নিরাপদ। দিনের শেষে একটু পড়াশোনা ছাড়া তাদের দিকে তেমন নজর দেবার সময় কারোর ছিল না। তাই মহানন্দে রাস্তায় ঘুরে, মাঠে খেলে, গাছে চড়ে তাদের দিন কাটত। সেটা যে খুব বেশি ভালো, তা না হলেও ভালোই ছিল। মনকে যত মুক্ত রাখা যায় মন হয় আকাশের মতো উদার। তাইতো রবি ঠাকুর শিশুদের পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন গাছের ছায়ায় মুক্ত আকাশের নিচে।

মায়ের বকুনির থেকে বাঁচতে—ঠাকুমার পিছনে লুকানোর আনন্দই আলাদা। আজ ওই শিশুগুলো না জানি কত অসহায়। বাবা, মা দুজনেই অর্থ উপার্জনের জন্য সদা ব্যস্ত, তারই উন্নতির জন্য। ভবিষ্যতের জন্য। বেচারা শিশুটি হয় একা নয়তো আয়ার হাত ধরে বড় হতে থাকে। তার ওপর থাকে অসহনীয় পড়ার চাপ। এই সামাজিক চাপে শিশুগুলোর প্রকৃত শিশুসত্তা উধাও হয়ে যায়, পরিণত হয় এক যন্ত্র মানবে। এবার বলি সংসার রাজনীতিতে বলি প্রদত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা। যারা একদিন মা, বাবা, নামের স্নেহের পালক দিয়ে ঢেকে রেখে মানুষ করেছিল আজকের সফল চাকুরে ছেলেকে। তাকে কিনে নিচ্ছে সংসার রাজনীতি। তাই কত সহজে সেই মা, বাবাকে সংসার থেকে বরখাস্ত করা হয়। চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ বছরের গড়ে তোলা এই সংসারে তাঁরা এখন ব্রাত্য। তাঁরা নাকি কিছুই বোঝেন না। তাদের সম্পত্তি কেমন—মসৃণভাবে কেড়ে নেওয়া হয়। হয়। রাজনীতির মঞ্চের অসহায় জনগণের মতো অসহায় বৃদ্ধ মা-বাবা শুধু চেয়ে থাকে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তার কারণে, সব অবমাননা, সব অন্যায়, মিথ্যাচার মুখ বুজে মেনে নেয়। আর ওই যে শিশুটি যে তার সহজ মন, সরল দৃষ্টি দিয়ে এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, তার অবচেতন মনে তৈরি হয়ে যায় এক হিংসা নীতি হীনতার প্রাসাদ। সে যত বড় হয় সেই প্রাসাদও তত মজবুত হতে থাকে। আর আজকের এই নীতি শূন্য নিষ্ঠুর শিশুগুলো আগামী দিনে বড় হয়, বড় হয়ে সমাজের আনাচে কানাচে বড় বড় প্রফেশনে যুক্ত হয়। যাদের মনে আশৈশব বিষবৃক্ষ তারা সমাজে কি অমৃত বিতরণ করবে। কতটুকু আশা করা যায় এদের কাছ থেকে। তাই সমাজ রাজনীতিতে ন্যায়নিষ্ঠ, হিংসা মুক্ত করতে হলে, আজ প্রতিটি মানুষকে ভাবতে হবে তাদের পরিবারের কথা। তাহলে সমাজের সমস্ত কালিমা একদিন মুক্ত হবে এই আশাটুকু করা যেতেই পারে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ এপ্রিল : হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের বাইরে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত শঙ্কর সরকার (৪২)-এর বাড়ি কালনা থানার কৃষ্ণদেবপুরের রাজবংশিপাড়ায়। এই যুবক গত ১৩ এপ্রিল রাত্রি দশটা নাগাদ ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়। ১৪ এপ্রিল রাতে হাসপাতাল বেড থেকে সে নিখোঁজ হয়। আজ ভোর ৪.৩০ মিনিটে কালনা থানার পুলিশ তার মৃতদেহ এমার্জেন্সির সামনে রেখে যায়। যুবকের নিখোঁজ হওয়া তারপর তার মৃতদেহ হাসপাতালে পুলিশের রেখে যাওয়া নিয়ে বিভিন্ন রহস্যা ঘনিয়ে ওঠে। যেমন ধর্মডাঙ্গার কুদ্দুস সেখ জানান, ১৪ এপ্রিল রাত্রি দেড়টা নাগাদ শঙ্কর সরকার কুকুরের ভয়ে ধর্মডাঙ্গা গ্রামের একটি বাড়ির প্রাচীরের আড়ালে লুকায়। গ্রামবাসীরা তাকে চোর ভেবে পৌনে দুটো নাগাদ কালনা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। রাত্রি তিনটে নাগাদ ধৃতের নিকট আত্মীয়রা গ্রামে এসে জানায় সে চোর নয়। সে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে কথা ফোনে থানাকে জানালে থানা থেকে বলা হয় আপনারা কাল সকালে থানায় আসুন। কিন্তু ভোরেই জানা যায় শঙ্কর সরকারের মৃতদেহ হাসপাতালে। এই ব্যাপারে কালনা থানা জানায় কিছু মানুষের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ একটি মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে রেখে এসেছে। কোনো ব্যক্তিকে থানার লকআপে আনা হয়নি। কালনা হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই বলেন, পুলিশ আজ ভোর ৪.৩৪ মিনিটে শঙ্কর সরকারের মৃতদেহটি হাসপাতালে রেখে চলে যায়। যে শঙ্কর সরকার এই হাসপাতালে গত ১৩ এপ্রিল থেকে চিকিৎসাধীন ছিল।

খবর চারিদিকে ছড়াতেই সাধারণ মানুষ সকাল থেকেই কালনা হাসপাতালের সামনে ভিড় জমাতে থাকে। ক্ষোভের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারপরই আসরে নেমে পড়েন শাসক দলের কয়েকজন নেতা কর্মী। মৃতের নিকট আত্মীয়দের নিয়ে তারা কালনা থানায় যান। পুলিশ অফিসারের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠকও করেন। তারপরই ঘোষণা করা হয় মৃতের পুত্র সমীরণ সরকার থানায় একটি অভিযোগ জমা দিয়েছেন। তাতে সমীরণ বলেছে তার বাবাকে একটি বাইকে ধাক্কা মেরেছে। স্থানীয় কিছু মানুষের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ বাবার মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অর্থাৎ পুলিশের বয়ানের সাথে মৃতের পুত্রের বয়ানের কোনো ফারাক নেই। মৃতের ছেলের এই আচরণে সকলেই হতবাক। একজনতো বলেই ফেললেন, ছিল রুমাল, হয়ে গেল বিড়াল।

বালি বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বারান্দায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৩ এপ্রিল : রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ মেমারি জিটি রোড কলেজ মোড়ের কাছে একটি দশ চাকার বালি বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবককে ধাক্কা মেরে ঘরের বারান্দায় ঢুকে পড়ে। এ্যাসবেসটসের ছাউনি ভেঙে পড়ে এবং ট্রাকটি উল্টে যায়। বাড়ি মালিকের ওই বারান্দায় একটি অল্টো গাড়ি এবং একটি মোটর ভ্যানের উপর ট্রাকটি উল্টে পড়ে। দুই যুবক পিন্টু শর্মা ও নরেশ রায়কে উদ্ধার করে গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসাপাতে পাঠানো হয়। পিন্টুর বাঁ পা ভেঙে যায় ও মাথায়

চোট লাগে। নরেশ রায়কে বর্ধমান থেকে পিজি হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার ডান পায়ের খুবই খারাপ অবস্থা। আশঙ্কা করা হচ্ছে ডান পা কেটে বাদ দিতে হবে। দশ চাকার ট্রাকের ড্রাইভার, খালাসি পলাতক। ট্রাকটিকে পুলিশ আটক করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় কৃষকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ এপ্রিল : সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দিলীপ দাস (৬৭) নামের এক কৃষকের। মৃতের বাড়ি হুগলির বলাগড় থানার সোন্দলপুর গ্রামে। গতকাল কৃষিকাজ সেরে এস.টি.কে.কে সড়ক ধরে দুপুরের দিকে বাড়ি ফিরছিলেন। ব্যান্ডেলের দিক থেকে একটি জাইলো গাড়ি ফতেপুর মোড়ে চাপা দিয়ে কালনার দিকে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত দিলীপ দাসকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে দুর্ঘটনা ঘটার সময় ফতেপুর মোড়ে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সাইফুদ্দিন সেখ। সে ঘাতক গাড়িকে ১১ কিমি ধাওয়া করে কালনা রেল গেটে ধরে ফেলে। বলাগড় থানার পুলিশ চালক সহ ঘাতক জাইলো গাড়িটিকে আটক করে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়

সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন

হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)

কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।

যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ

M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

কৃষকের উন্নয়নের চেষ্টা

—প্রথম পাতার পর

প্রয়োগ উৎপাদিত ফসলের বিরাট চাহিদা আছে বিশ্ব বাজারে। তাই বৈদেশিক মুদ্রা আনার সুযোগ রয়েছে কৃষকদের সামনে গঙ্গাবাবু বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারও জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহারের কথা বলছে। কিন্তু সরকারি কৃষি খামারগুলিই সে কাজ করছে না। সরকারের কথা ও কাজে মিল কোথায়? গঙ্গাবাবুর আহ্বান কারো প্রতি ভরসা না করে নিজের উপর ভরসা রাখুন। নিজেদের বাঁচার পথ নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে। সে পথ হল জৈব সার চাষে নিজেকে যুক্ত করা।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ২০০৮ সালের ১০ এপ্রিল, ৬৫ শতাংশ। ২. ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ১৮৬৩ সালের ১২ এপ্রিল, ২৪ পরগণার খড়দহে। ৩. ২০০৪ সালের ১২ এপ্রিল। ৪. বর্ধমান জেলার রায়না থানার শাকনারায়, ১৮০৬ সালের ১৩ এপ্রিল। ৫. ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল, জেনারেল ই. এইচ ডায়ার, ৪৭৯ জনের মৃত্যু এবং ১২০০ জন আহত হন। ৬. ১৯৩০ সালের ১৩ এপ্রিল, জ্যোতিবিজ্ঞানী টমবাগ প্লুটো। ৭. ১৯৮৯ সালের ১৩ এপ্রিল, জন্ম ৩০.০৮.১৮৮৮, ১০.১১.১৯০৮। ৮. ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল, কমান্ডার এস.এ. মিলিক। ৪০,০০০ সৈন্য। ৯. ১৩২০ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ, ইংরেজি ১৯১৪ সালের ১৫ এপ্রিল। ১০. ১৯৩১ সালের ১৫ এপ্লিল, মেয়র হন বিধানচন্দ্র রায়। ১১. চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন, লন্ডনের ওয়াল ওয়ার্থ-এর ইস্টলেনে ১৮৮৯ সালের ১৬ এপ্রিল। ১২. ১৯১৬ সালের ১৬ এপ্রিল।

বিক্ষোভ রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত শিল্পে

—প্রথম পাতার পর

করে ৯১ শতাংশ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। মর্নিং শিফট থেকে কারখানার গেটে দলে দলে ধর্মঘটকারী শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। শ্রমিকদের কারখানায় নিয়ে আসার বাসগুলি যাত্রীশূন্য অবস্থায় ফেরত আসে। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক শাখার পক্ষ থেকে কয়েকজন ধর্মঘটের বিরুদ্ধে মা-মাটি-মানুষ-র সরকারের আমলে ধর্মঘট করা যাবে না বলে শ্লোগান দেয়। বেলা গড়াতেই তারা চলে যান। কারখানার ভেতরে উৎপাদন প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। বিকাল পর্যন্ত কোনো ইনগট উৎপাদনের খবর নেই। বহু তৃণমূল সমর্থকও ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন।

গত এক বছর ধরে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচাও, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বাঁচাও, রক্ষা কর দুর্গাপুর—এই দাবিতে ইস্পাতনগরী ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় শতাধিক আন্দোলনের কর্মসূচিতে হাজার হাজার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ অংশ নিয়েছেন। এই আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সফল ক্রীড়াবিদ সহ অন্যান্য ক্রীড়াবিদরা। নেমেছেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। আজকে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের ঐতিহাসিক সফল ধর্মঘটের পেছনে ইস্পাত শ্রমিকদের সাথে সাথে দুর্গাপুরের বৃহত্তম নাগরিক সমাজের অবদানকে কুর্নিশ জানিয়ে বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করার আবেদন জানিয়েছেন। ইস্পাত শ্রমিকদের সাথে দুর্গাপুরের নাগরিক সমাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক যথাক্রমে সি.আই.টি.ইউ-এর বর্ধমান জেলার সভাপতি বিনয়েন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও আই.এন.টি.ইউ.সি.-এর বর্ধমান জেলার সভাপতি বিকাশ ঘটক। অভিনন্দন জানিয়েছেন হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউয়িন (সিআইটিইউ)-এর সভাপতি রথীন রায়, অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন রাজ্য সি.আই.টি.ইউ-এর পক্ষে শ্যামল চক্রবর্তী ও দীপক দাশগুপ্ত।

মননে চিন্তনে কর্মে ও চেতনায় স্ফুরণ ঘটানোর হাতিয়ার বই পড়ুন! সংগ্রহ করুন ও প্রিয়জনকে উপহার দিন!

অতীতকে জানুন। বর্তমানের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলুন।
ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ

মূল্য : ৩০০টাকা

সমবায়রত্ন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আকরগ্রন্থ

সমবায় ও মানবসভ্যতা

মূল্য : ৫০০টাকা

জন্মশতবর্ষে শিবানন্দ পালের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

সংগ্রামী হরেকৃষ্ণ কোঙার

মূল্য :৭০টাকা

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক ডজন গল্পের সংকলন

গল্পসল্প

মূল্য : ৫০ টাকা

ড. সুকৃতি ঘোষালের সময়োপযোগী মননশীল প্রবন্ধ সংকলন

প্রতর্ক

মূল্য : ১৭৫ টাকা

স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকিরচন্দ্র রায় প্রণীত

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল্য : ৪০০ টাকা

শিক্ষার চালচিত্র

ভাবনা-দুর্ভাবনা

সেখ সাইদুল হক

মূল্য : ১৫০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে

নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, বর্ধমান

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রা.) লি. সমস্ত শাখায়

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা